দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 JAN ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

10

প্রসঙ্গঃ এক বিদ্যালয় থেকেই ১৭ জন

পাবনা ক্যাডেট কলেজের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং তা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে আমি তৃতীয়পক্ষ। তবুও চমকপ্রদ কিছু হলে মনে তো খট্‌কা একটু লাগেই। এবং সে কারণে হয়তো শামসুন নাহার ইসলাম এ বিষয়ে আলোকপাত করতে যেয়ে অনেককিছু বলে ফেলছেন। কিন্তু অধ্যাপক সাহেবের কি বিন্দুমাত্র খটকা লাগেনি? মনে হয় লেগেছে তা না হলে এ ব্যাপারে পাবনা ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন কোন উচ্চবাচ্য করলেন না, তখন অধ্যাপক সাহেব কেন এত বেচইন হয়ে পড়লেন--সেটা বোধগম্য নয়। তবে ঠিকানা দেখে বোঝা গেল না, তিনি ঐ কলেজের সাথে সংযুক্ত কি না, যাহোক খটকা লেগেছে আমাদেরও কারণ অন্যান্য ক্যাডেট কলেজ অত ভালো বা 'চমকপ্রদ' ফলাফল করতে পারেনি। তবে রাজশাহী বোর্ডের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি, ফার্স্ট লেডী ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, সেখানেও পর পর ১৭ জনের একই বিদ্যালয় থেকে পুরস্কার গ্রহণ দর্শকবৃন্দকে কৌতুহলী করে তুলেছিল। অধ্যাপক সাহেব শেষতঃ বলেছেন সবকিছু জেনে শুনে তারপর পত্র-পত্রিকায় লিখতে--কিন্তু 'আমরা যারা সাধারণ, তাদের কি ক্যাডেট কলেজে কিভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়, সেখানে আদৌ কোন সুযোগ-সুবিধা ছেলেরা পায় কিনা, তা দেখার কি কোন সুযোগ আছে--নাকি আমি ইচ্ছা করলেই তা সম্ভব। জি না--তা সম্ভব নয়। পরিশেষে অধ্যাপক সাহেব এবং শামসুন নাহার ইসলাম দু'জনকেই অনুরোধ করব গত সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় ভালো ছেলে বনাম মার্কশীট' নিবন্ধটি পড়তে--হয়তো পড়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যে তাঁরা। ঐ সুরে সুর মিলিয়ে

(২-এর পাতায় দেখুন)